দৈনিক বাংলা

08 FEB 1989

জরিখ ... পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ১ ...

১৩৪

পাঠাভ্যাস ও পাঠাগার

এই সময়ের ছাত্রছাত্রীদের যে পাঠাভ্যাস বেশ কমে গেছে, সে ব্যাপারে কেউ নিশ্চয়ই দ্বিমত প্রকাশ করবেন না। পড়াশুনার মান নিম্নমুখী হওয়ার পেছনে পাঠাভ্যাস কমে যাওয়াও একটি বড় কারণ। বই পড়ার কোন বিকল্পই এখন পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়নি। তবে পাশ্চাত্য উন্নত দেশসমূহে এর একটা বিকল্প ব্যবস্থা বের করা হয়েছে বটে, কিন্তু তা খুব ফলপ্রসূ বলে মনে হয় না। বিভিন্ন অডিও ক্যাসেট বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়েছে যে, তাদের স্টকে দেশের সেরা আবৃত্তিকার ও বক্তাদের দিয়ে রেকর্ড করানো ক্লাসিক্যাল গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর করে তোলা বোধহয় সম্ভব নয়। তবে ক্যাসেট বাজিয়ে বই শুনে কতটা রসাস্বাদন সম্ভব সেও প্রশ্নমুক্ত নয়। আসলে জ্ঞান অর্জনের জন্যে কিংবা মননশীলতার বিকাশের জন্য বই পড়ার কোন বিকল্প নেই।

পাঠাভ্যাস হ্রাস পাওয়ার ব্যাপারটি সে কারণেই বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনকার যুগের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী পাঠ্য বইই মনোযোগ দিয়ে পড়তে আগ্রহী হয় না, পাঠ্য তালিকা বহির্ভূত বই তাদের দিয়ে পড়ানো তাই দূরূহই। তবে এই অবস্থার জন্য যে কেবল ছাত্ররাই দায়ী, একথা বলা যাবে না। দেশে স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু নতুন স্কুলে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সম্পন্ন নয়। পুরনো স্কুলগুলোতে পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত বইয়ের লাইব্রেরী আছে। কিন্তু অযত্নে অবহেলায় অক্ষমতায় তাও আর বেড়ে ওঠেনি। নতুন স্কুলগুলোর বই কেনার মত পয়সারই অভাব আছে। ছাত্রছাত্রীদের বই পাবার প্রধান সূত্রই স্কুলের লাইব্রেরী। লাইব্রেরীতে বই না থাকলে তাদের বই পড়ায় উৎসাহ দেয়া খুব বেশী ফলজনক হবে বলেও মনে হয় না।

ছাত্রছাত্রীদের বই পড়ায় আগ্রহী করে তোলার জন্য তাই প্রত্যেক স্কুলে গড়ে তোলা দরকার গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারের জন্য প্রতি বছর ছাত্রদের কাছ থেকে সামান্য অংকের চাঁদাও গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এই অর্থের সবটুকুই যাতে প্রয়োজনীয় বই কেনার কাজে ব্যয় হয়, সেটাও লক্ষ্য রাখা দরকার। একই সঙ্গে তাদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকমন্ডলীকেও অব্যাহত প্রয়াস নিতে হবে। এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হলে জাতির বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।